দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৮

৪৭

নীলফামারীতে এক শ' ৬০ ছাত্রীর উপবৃত্তি বন্ধ

সাবেক এমপির রোষানল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নীলফামারী ঃ সাবেক জামায়াতের এমপি মিজানুর রহমান চৌধুরীর স্বেচ্ছাচারিতার রোষানলে পড়ে নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার দক্ষিণ পাঠানপাড়া এইচ.বি.এম. নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ১৬০ ছাত্রী গত ১১ মাস ধরে উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এসব ছাত্রী উপবৃত্তির অর্থ হতে বঞ্চিত থাকলেও জলঢাকার ইউএনও বিদ্যালয়টির শিক্ষকদের ৬ মাসের সরকারী অংশের বেতন ভাতা দিয়েই বদলি হয়ে চলে গেলেন। এমন ঘটনায় ছাত্রীদের অভিভাবকসহ এলাকার সচেতন মহল ক্ষোভ প্রকাশ করে গত ৪ জুলাই সংবাদ সম্মেলন করেছে। নীলফামারীর একটি আবাসিক হোটেলের চত্বরে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অভিভাবক সামছুল হক, আমজাদ খান, নজরুল ইসলাম, ওয়াজিদ, কবির হোসেন, ওহাব, মতিন, একরামুলসহ অনেক অভিভাবক অভিযোগ তুলে বলেন, জলঢাকার দক্ষিণ পাঠানপাড়ায় ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা থেকে সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। জোট সরকারের ক্ষমতার সময় তখনকার জামায়াত এমপি মিজানুর রহমান চৌধুরী (বর্তমানে ত্রাণের ঢেউ টিন আত্মসাত মামলায় জেলহাজতে) বিদ্যালয়টির সভাপতি বনে দলীয় লোকজনকে শিক্ষক পদে নিয়োগ দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে দুর্নীতি শুরু করেন। এখানেই থেমে থাকেননি। ২০০৪ সালে বিদ্যালয়টি সরকারের আর্থিক মঞ্জুরি পেলে বর্তমান সহসভাপতি জহুরুল ইসলামের ক্যুপরামর্শে শুধুমাত্র দলীয় শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করে অন্য শিক্ষকদের বঞ্চিত করেন। ফলে এই সব শিক্ষক আজও এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। এসবের পর বিদ্যালয়টির জন্য সরকারীভাবে একাডেমী ভবন নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ এলে জামায়াত এমপি, বর্তমান সহসভাপতি ও প্রধান শিক্ষক ষড়যন্ত্র করে বিদ্যালয়টিকে বর্তমান স্থান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে আরাজী পাঠানপাড়া নামক গ্রামে স্থানান্তরের চেষ্টা চালালে এলাকাবাসী প্রতিরোধ গড়ে তুলে জেলা জজ আদালতে একটি জনস্বার্থবিনিধিত্ব মামলা দায়ের করে (মামলা নং ২৮/০৬ তারিখ ০৬/০৬/০৬)। আদালত বিদ্যালয়টি স্থানান্তর ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ বিষয়ে ১৯/১১/০৬ তারিখে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এরপরও তারা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ফেলে রেখে অস্থায়ী ঘর তুলে অবৈধভাবে নতুন স্থানে বিদ্যালয় দেখায়। মূল বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব রক্ষায় এলাকাবাসী স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক দিয়ে ছাত্রীদের শ্রেণী পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছে। মামলার কারণে বর্তমান বিদ্যালয়ের সভাপতি জলঢাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এক আদেশে জানুয়ারি/০৭ হতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারী অংশের বেতন স্থগিত রাখেন। অপরদিকে একই কারণে প্রকল্প পরিচালক এফ.এস.এপি-২ শিক্ষা ভবন ঢাকা ৩০/০৪/০৭ তারিখের আদেশে অবৈধ স্থানের বিদ্যালয়টির সকল কার্যক্রম স্থগিত করেন। অথচ জলঢাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (টিএনও) সালেহ উদ্দীন শিক্ষকদের ২৮/৬/০৭ তারিখে সরকারী অংশের ৬ মাসের বেতন ভাতা প্রদান করে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। কিন্তু ১৬০ ছাত্রী ১১ মাসের উপবৃত্তির অর্থ পায়নি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত অভিভাবক সামছুল হক বলেন, ইউএনও সাহেব ঘুষ নিয়ে অবৈধ স্থানের বিদ্যালয়টির অবৈধ শিক্ষকদের বেতন ভাতা দিয়ে সপকে পড়লেন। তাই এলাকাবাসী এর সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করছে।